ইসলাম প্রতিদিন

নিত্যপাঠ-১৫

ইসলাম এন্ড লাইফ

ISLAM AND LIFE

ইসলাম এস্টেট (৩য় তলা), ৫৫/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
+88 01708 43 41 95, +88 01818 64 65 75
info@ac.islamandlife.org, www.ac.islamandlife.org

কুরআন

আখিরাত

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

অর্থ: যিনি বিচার দিনের মালিক। (সূরা ফাতিহা: আয়াত ৪)

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

অর্থ: তোমরা ভয় কর সেদিনকে, যে দিন এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি বিন্দুমাত্র উপকৃত হবে না, কারও কাছ থেকে বিনিময় গৃহীত হবে না, কারও সুপারিশ ফলপ্রদ হবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। (সূরা বাকারাহ: আয়াত ১২৩)

اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

অর্থ: পাঠ কর তুমি তোমার কিতাব। আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ট। (সূরা বনি-ইসরাইল: আয়াত ১৪)

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا

অর্থ: সেদিন আমি কাফেরদের কাছে জাহান্নামকে প্রত্যক্ষ ভাবে উপস্থিত করব। (সূরা ফাতিহা: আয়াত ৪)

হাদিস

আখিরাত

عن سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ نَقِيٍّ) قَالَ سَهْلٌ أَوْ غَيْرُهُ : لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لأَحَد . رواه البخاري ١٢٥٦

অর্থ: সাহল ইবনে সায়াদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন মথিত আটার রুটির ন্যায় লালিমাযুক্ত শ্বেতবর্ণ যমীনে একত্রিত করা হবে, যেখানে কারো কোনো ঘর-বাড়ির চিহ্ন থাকবে না। (মুসলিম ৪/২৭৯০)

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ – الترمذي

অর্থ: হজরত ইবনে মাসউদ (রা.) নবী করীম (সা.) -এর নিকট হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, (কিয়ামতের দিন) মানুষের পা একবিন্দু নড়তে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট এই পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা না হবে, ১. নিজের জীবনকাল সে কোন কাজে অতিবাহিত করেছে? ২. যৌবনের শক্তি সামর্থ্য কোথয় ব্যয় করেছে? ৩. ধন-সম্পদ কোথা হতে উপার্জন করেছে? ৪. কোথায় তা ব্যয় করেছে? ৫. এবং সে (দীনের) যতটুকু জ্ঞানার্জন করেছে সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে? (তিরমিযী ৪/২৪১৬)

ফিকাহ

আসবাব/দ্রব্য পাক করার নিয়ম

* যদি এমন জিনিসে নাজাছাত (নাপাকী) লাগে যা নিংড়ানো যায় না (যেমন- থালা, বাসন, কলস, খাট, মাদুর, জুতা ইত্যাদি)। তাহলে তা পাক করার নিয়ম হল একবার তা ধুয়ে এমন ভাবে রেখে দিবে যেন সমস্ত পানি ঝরে যায় এবং পানির ফোটা পড়া বন্ধ হয়ে যায়, তারপর অনুরূপ আর একবার করবে এভাবে তিনবার ধৌত করলে ঐ জিনিস পাক হয়ে যাবে।

* জুতা বা চামড়ার মোজার গাঢ় বীর্য, রক্ত, পায়খানা, গোবর ইত্যাদি গাঢ় নাজাছাত লাগলে তা যদি মাটিতে খুব ভালমত ঘষে বা শুকনা হলে নক বা ছুরি/চাকু দিয়ে খুঁটে সম্পুর্ণ পরিস্কার করে ফেলা যায় এবং বিন্দুমাত্র নাজাছাত না থাকে তাহলেও পাক হয়ে যাবে। না ধৌত করলেও চলবে। কিন্তু পেশাবের ন্যায় তরল নাজাছাত লাগলে পূর্বোক্ত নিয়মে ধোয়া ব্যাতীত পাক হবে না।